INSIGHT: An International Multilingual Journal for Arts and Humanities
Peer Reviewed and Refereed: ISSN: 2582-8002
University Research Publications, Ernakulam, Kerala
Volume 1-Issue: 11 January 2022

বাংলা কথাসাহিত্যঃ নিও ন্যাচারালিজিম উন্মেষ ও অন্বেষণ

(Bengali Fiction: Origin and development of Neo naturalism movement)

ক্ষিতীশ মাহাতো
সহকারী অধ্যাপক, গৌড় মহাবিদ্যালয়, মালদহ

Abstract

Naturalism and new naturalism are of great significance in the history of the Literary movements. In fact, Literature movement. Infect, after a point of time, Realist Realism Literature Movement was surpassed by the Naturalist Movement. Naturalism Literature Movement. Naturalism first occurred in its true form in French literature. Following the footsteps of Charles Darwin's theory, the naturalists observed human behaviour. Inevitably, this movement had a significant effect on Bengali literature as well. The holy words of the Medieval literature soon found the influence of modern realistic verses. Hence, started the impact of Naturalism of Bengali literature. The writers of the 'kollolgosthi' are credited to have done the some work in this field. Manik Bandopyadhay was yet another naturalist writer from Bengali fiction. But after the second world war, Naturalism was presented differently, earning itself the name 'Neo Naturalism'. Here, the writers` works are mainly research based. Sapnomoy Chokroborty is one such writer from Bengali fiction. In my paper, the sole aim is to uncover the appearance of this Naturalism and Neo Naturalism in Bengali literature.

Keywords: ন্যাচারালিজম, সুপার ন্যাচারাল সাহিত্য, চার্লস ডারউইন তত্ত্ব, মাদাম বোভারি, রেনেসাঁর প্রভাব,
কল্লোলগোষ্ঠী, জগদীশ গুপ্ত, গবেষণামূলক, নিও-ন্যাচারালিজম, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভূমিকা (Introduction) :

ন্যাচারাল সাহিত্য সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যে ন্যাচারালিজম-এর উৎপত্তির প্রেক্ষা দিয়ে আমি আমার পেপার শুরু করেছি। প্রথম পর্বে ন্যাচারালিজম সাহিত্য আন্দোলন নিও ন্যচারালিজম-এর দিকে কীভাবে মোড় নিল সেই বিষয়টি উপস্থাপন করেছি। পরের পর্বগুলিতে সুপার ন্যাচারাল বাংলাসাহিত্য রেনেসাঁর মধ্য দিয়ে নানান সাহিত্য আন্দোলনের পাশাপাশি নিও ন্যাচারালিজমকেও গ্রহন করেছে তা বিশ্লেষন করেছি। সামগ্রিক পেপারের বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছে এইভাবে----

পর্ব-১ *ন্যচারালিজিম এবং নিও-ন্যাচারালিজম*

১ক ন্যচারালিজম

১খ ন্যাচারালিজম এর সীমাবদ্ধতা

১গ নিও-ন্যচারালিজিম

পর্ব-২ *বাংলা সাহিত্য: সুপারন্যাচারাল থেকে ন্যাচারাল*

১ক মধ্যযুগের সুপারন্যাচারাল সাহিত্য

১খ উনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁর প্রভাব

১গ ন্যাচারালধর্মী কথাসাহিত্য

পর্ব-৩ *বাংলা কথাসাহিত্যে নিউ ন্যাচারালিজম*

৩ক নিও ন্যাচারালিজমঃ বাংলা কথাসাহিত্যের প্রথম পর্যায়

৩খ নিও ন্যাচারালিজমঃ বাংলা কথাসাহিত্যের দ্বিতীয় পর্যায়

৩গ সীমাবদ্ধতা

মুখ্য আলোচনা (Discussion)

পর্ব-১ ন্যাচারালিজিম এবং নিও-ন্যাচারালিজম

১ক. ন্যাচারালিজিম

একদা রোমান্টিক কাব্য আন্দোলনের প্রতিবাদী সাহিত্য আন্দোলনরূপে রিয়ালিজম কাব্য আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছিল। আবার উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে সাহিত্য, সিনেমা, থিয়েটার, চিত্রশিল্পে রিয়ালিজমের এক বিশেষ প্রয়োগ দেখা দিল। সাহিত্যে বাস্তববাদের প্রয়োগে দেখে দিল নতুন আঙ্গিক ঘরাণা 'more accurate depiction of life than realism'। বিষয় বর্ণনার ক্ষেত্রেও এক বিশেষ দিকে ঝোঁক দেখা দিল 'a special selection of subject matter and a special way of rendering those materials' । মানুষকে দেখা হল 'human beasts' হিসেবে। দেখা হল 'human beings as objective and impartial characters' । প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত শক্তি মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে 'natural forces predetermine a character's decisions, making him/her act in a particular way'। চার্লস ডারউইনের তত্ত্ব গুরুত্ব পেল তাদের কাছে। পরিবেশের প্রেক্ষিতে মানুষের আচরণের বিশ্লেষণ গুরুত্ব পেল অনেক বেশি ' they studied human beings governed by their instincts and passions as well as the way in which the characters' lives were governed by forces of heredity and environment' । ফরাসি উপন্যাসিকদের রচনাতেই প্রথম দেখা গেল ন্যচারালিজম এর লক্ষণ। ফ্লোবেয়ার (1821--1880)এর 'মাদাম বোভারি' (১৮৫৬) উপন্যাসটি বিশ্লেষণ কালে ব্রুনেতিয়ের আলোচনার শুরুতে উপন্যাসটিকে রিয়ালিস্টিক নোভেল বলেছেন কিন্তু আলোচনা অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকেই আবার ন্যাচারালধর্মী উপন্যাস বলেছেন। এই উপন্যাসের কেন্দ্রে রয়েছেন এমা (মাদাম বোভারি)। অন্যান্য আর পাঁচটি মেয়ের মতোই গ্রামের এক স্বচ্ছল পরিবারে বড় হয়ে উঠে এমা। বাবা ম্যসিয়ে রউওয়ালের সঙ্গে তিনি থাকেন। কিছুকাল পূর্বে এমার মা মারা গেছেন। রউলের পা ভাঙলে চার্লস বোভারি তার চিকিৎসা করতে আসেন। তখনি কুমারী এমা তাঁর নজরে পড়ে। এবং বলাবাহুল্য প্রথম দর্শনেই উভয় দিক থেকেই পূর্বরাগের সঞ্চার দেখি। ডাক্তার রোগির ব্যাণ্ডেজ বাঁধার সময় সাহায্য করছিলেন এমা। এমার হাত আঙুল চোখ মুখশ্রী আকর্ষণ করে চার্লসকে। এরপর ডাক্তার নিয়মিত এমাদের বাড়ি এসেছেন। এমনকি এমার বাবা সুস্থ হয়ে যাবার পরও চার্লসের যাবার বিরাম ঘটেনি। কিন্তু চার্লস বিবাহিত। স্ত্রীও ব্যাপারটি ক্রমশ বুঝতে

পারে। স্ত্রীর কাছে বকাঝকা খেয়ে চার্লস বাইবেল ছুঁয়ে এমার সাথে দেখা না করার প্রতিজ্ঞা করে। কিন্তু প্রতিজ্ঞা রাখা তার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠে। কেবলি সেখানে যেতে ইচ্ছে করে। অবশ্য ইতিমধ্যে স্ত্রী অকস্মাৎ মারা গেলে এমাকে বিয়ে করার রাস্তা খুলে যায় চার্লসের। এমার সাথে চার্লসের বিয়ে হয়। এমার পরিচয় হল মাদাম বোভারি। এমা খুবই রোমান্টিক মনের অধিকারী। প্রেম ছিল তার কাছে স্বপ্ন সৌন্দর্যের মতো। কিন্তু বিয়ের পর সেই রোমান্টিক প্রেম খুঁজে পায় না এমা। পল-ভার্জিনিয়ার যে অপূর্ব প্রেম কাহিনী পড়েছিল এমা, যে প্রেমকাহিনী তার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, তেমন রোমান্টিক প্রেম তার বিবাহিত জীবনেও সে আশা করেছিল। কিন্তু তা ত হল না –'বিবাহিত হইবার পূর্বে এমা ভাবিয়াছিল, সে প্রেমে পড়িয়াছে। কিন্তু বিবাহের পর সে বুঝিল, তাহার কল্পিত প্রেম হইতে যে আনন্দের আশা সে করিয়াছিল, তাহা যেন সে এখন পাইল না'। ক্রমশ চার্লস বোভারিকে একজন স্থূল প্রকৃতির মানুষ বলেই তার মনে হল। তার স্বামী একান্তই সাধারণ মাপের। ডাক্তারি ব্যাবসাটাই বোঝে, কিন্তু স্ত্রীকে বোঝার মন ও সময়ও তার নেই। চার্লস এই সময় তার ব্যাবসার স্থান পরিবর্তন করে চলে আসে ইয়নভিল গ্রামে। এইখানেই এমার সাথে পরিচয় হয় লিয়ঁর। লিয়ঁ সাহিত্যপ্রেমী, রুচিশীল এবং স্বপ্নবিলাসী। নানান সংস্কৃতি চর্চায় এমার মন সরস হয়ে উঠে । লিঁয় যেন তার স্বপ্নের পুরুষ। কিন্তু লিঁয় প্যারিসে চলে গেলে এমাকে আবার একাকীত্ব গ্রাস করে। এই সময় তার সাথে পরিচয় ঘটে রুদলফে।রুদলফের সাথে। রুদলফ চালাক এবং ধূর্ত। সে বুঝেছিল এমা তার স্বামীতে সন্তুষ্ট নয়। আর সেই সুযোগটিই সে নিতে চেয়েছিল। সেই সুযোগ এসেও গেল যখন সে এমাকে ঘোড়ায় চড়া শেখানোর সুযোগ পেল। রুদলফের অন্য প্রেমিকা রয়েছে, কিন্তু সে এমাকে করায়ত্ব করতে চায়। লিঁয় বিচ্ছেদে একাকীত্ব এমা তখন এক প্রেমিককে আঁকড়ে ধরে স্বপ্নবিলাসী হতে চায়। ভালো মন্দ বিচারবোধ তার ছিল না। প্রেমের জন্য সে তখন সব ঝুঁকি নিতেও প্রস্তুত। গোপনে রুদলফের সাথে দেখাও করছে। সে রুদলফের সাথে পালিয়ে নতুনভাবে বাঁচতে চেয়েছে। কিন্তু অন্যন্যদের মতো রুদলফও শুধু এমার শরীর চায়। অর্থনৈতিকভাবেও সে ঋণ জালে জড়িয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত বিষপানে আত্মহত্যা করে এমা। উপন্যাসের যে চারটি মুখ্য চরিত্র চার্লস বোভারি, এমা,লিয়, লিয়, রুদলফ এই চরিত্রগুলির আচরণে প্রকাশ পেয়েছে ন্যাচরাল সাহিত্যের লক্ষণ ।

এমিল জোলা (1840-1902) ন্যচারালিজম তত্ত্বকে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করান । তার 'The Experimental Novel' (1880) গ্রন্থটিকে 'ম্যানিফেস্টো অফ ন্যাচারালিজম' বলে গ্রহন করা হয়। চীনা সমালোচক জিয়াফেন জাও ন্যাচারাল কথাসাহিত্যের চারটি লক্ষণের কথা বললেন 1.Determinism 2. Objectivism 3. Pessimism 4. A surprising twist at the end of the story.

১খ. ন্যচারালিজিম-এর সীমাবদ্ধতা

যেকোনো সাহিত্যিক মতবাদ যুগ ও জীবনের অনুষঙ্গেই গড়ে উঠে । বিজ্ঞানের নানান বিস্ময়কর আবিস্কার , বিশ্বায়ন , একাধিক মহাযুদ্ধ গোটা পৃথিবীতেই মানুষের জীবনযাত্রার ব্যপক

পরিবর্তন আনল। সাহিত্যিকরা তা নানাভাবে ফুটিয়ে তুললেন । ন্যাচারালিস্টদের কাছেও পৃথিবীর মানুষ নতুন দিশা দেখতে চাইলেন। ন্যাচারালিস্টদের রচনায় একাকীত্ব, হতাশা, কামনার বিচিত্র প্রকাশ, জৈবিক জীবনের বিচিত্র রূপ প্রকাশ পেল ঠিকই কিন্তু সমাজের অন্যায় অবিচারের কোনো প্রতিবাদ ফুটে উঠল না। মাঁপাসা, জন স্টেনবেক, স্টিফেন ক্রেন, জ্যাক লন্ডন কারো উপন্যসের চরিত্রই প্রতিবাদী নয়। তারা বিদ্রোহ ঘোষনা করে না। সমাজ পরিবর্তন সম্পর্কে তারা উদাসীন। সেই দায়িত্ব পালন করেছে সোসালিস্টরা।

মানুষের শিক্ষা, মূল্যবোধ, মানবিকতা ন্যচারালিস্টদের কাছে গুরুত্ব পেলনা। এমনকি শিক্ষকদেরও তেমন গুরুত্ব নেই এদের কাছে 'aims of education are not convenient. Man comes from lower animal is criticised.' মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন, ঈশ্বরবিশ্বাস, নৈতিক মূল্যবোধকে একেবারেই অস্বীকার করা হল। মানব জীবনের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় গুহাজীবন থেকেই মানুষ সামাজিক। সামাজিক রীতিনীতি ও জীবনপালন মানুষের জীবনের অঙ্গ। কিন্তু ন্যাচারালিস্টরা সামাজিক জীবনকে গুরুত্ব দিতে নারাজ' it goes against society by living outside the society i.e. nature আবার অনেক ন্যাচারালিস্টদের রচনায় রোমান্টিসিজম এর লক্ষণ ফুটে উঠেছে। যেমন হেমিংওয়ে । ন্যাচারালিস্টরা শেষপর্যন্ত আক্ষরিক অর্থে ন্যাচারালিস্ট থাকতে পারেননি। জোলা নিজেও তাঁর সাহিত্যে ব্যক্তিচিন্তা প্রকাশের পক্ষপাতী ছিলেন। সে জন্যই মজা করে বলা হয় 'The purely naturalistic work has never been written and if written , probably could never be read'

১গ. নিও ন্যাচারালিজম

সমাজ বদল এবং মানুষের জীবনজাপন বদলের সাথে সাথে ক্লাসিসিজম যেমন এক নতুনরূপে নিও ক্লাসিসিজম রূপে এসেছিল, ন্যাচারালিজমও আমরা দেখলাম নিও ন্যাচারালিজম রূপে।

সংক্ষেপে নিও ন্যাচারালিজম এর স্বাতন্ত্র্যগুলি উল্লেখ করা চলে

চরিত্রগতগত স্বাতন্ত্র্যঃ

(১) সমাজ পরিবেশ এবং মানবিক মূল্যবোধকে অস্বীকার করে ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ 'man against nature, man against himself'

(২) বংশগত প্রবৃত্তি, পশুগত প্রবৃত্তি এবং জীবন্ত আবেগের বহি:প্রকাশ তীব্রভাবে দেখা যায়- 'forces of heredity, animalistic instinct, raw passion'

(৩)' Determinism' ন্যাচারালিজিম এবং নিও ন্যাচারালিজিম উভয়ক্ষেত্রে সমানভাবে বহাল থাকল।

(৪) নিও ন্যাচারাল সাহিত্য অনেক বেশী Empirical----- গবেষণামূলক

(৫) pre- Socratic চিন্তাভাবনার বহুল প্রকাশ ঘটল 'There inquiries spanned the workings of the natural world as well as human society, ethics, and religion, seeking explanations based on natural principles rather than the actions of supernatural Gods.

(৬) আঙ্গিকগতভাবেও কিছু স্বাতন্ত্র্য ফুটে উঠল। নিও ন্যাচারাল সাহিত্য বাঁধাধরা প্লট থেকে সবসময় বেরিয়ে যেতে চায়-'plot of decline'। কেউ কেউ কাহিনীর শেষে নঞর্থক মনোভাব প্রকাশের কথা বলেছেন 'degeneration or death', কিন্তু সবসময় তা সত্যি নয়।

(৭) উপন্যাসের পটভূমিতেও থাকে বিশেষ বৈচিত্র্য । কারখানা, বস্তি অঞ্চল, হিজড়েদের আস্তানা বা 'খোল', উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল ইত্যাদি

(৮) বাংলা নিও ন্যাচারাল কথাসাহিত্যের একটি লক্ষণ Conciliatory অর্থাৎ মৈত্রীসূচক

(৯) মানুষ যা আচরন করে তা নিয়ন্ত্রণের শক্তি তার হাতে থাকে না ।

(১০) অনেক বেশি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও দৃষ্টিভঙ্গি যুক্ত হল । অস্বীকার করে লাভ নেই, বর্তমান যুগ যন্ত্রযুগ। যন্ত্রের সাথে মানুষের সম্পর্ক নানা ভাবেই বিশ্লেষিত হচ্ছে।

২য় পর্বঃ বাংল সাহিত্যঃ সুপারন্যাচারাল থেকে ন্যাচারাল

২ক. মধ্যযুগের সুপারন্যাচারাল সাহিত্য

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি ধারাতে সুপারন্যাচারাল সাহিত্যের লক্ষণ আমরা দেখছি। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এক বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে মঙ্গলকাব্য সাহিত্য । মনসামঙ্গল, চন্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, শিবমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল কাব্যে রয়েছে প্রচুর পরিমানে সুপারন্যাচারাল এলিমেণ্ট ' things that cannot be explained by nature or science and are assumed to come from beyond or to originate from otherworldly forces'। অনুবাদ সাহিত্যের রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রসঙ্গেও একই কথা বলা চলে। বাংলা সাহিত্যের এই সময়টিতে ন্যাচারাল সাহিত্য সৃষ্টিই ছিল একটি অকল্পনীয় ব্যাপার। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা দেখছি অলৌকিক দৈবনির্দেশ থেকেই কেউ সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছেন। তবু ন্যাচারাল ঘটনাগুলি কবিদের যে একেবারে নাড়া দেয়নি তা নয়। বিজয় গুপ্ত, মুকুন্দ চক্রবর্তী, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ সে যুগের শাসকের প্রজাপীড়ন, রাজনৈতিক অরাজকতা ন্যাচারাল ভাবেই বর্ণনা করেছেন। বহুপঠিত মুকুন্দ চক্রবর্তীর আত্মবিবরণীতে সে যুগের শাসকের অত্যাচারে প্রজাদের সাতপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে পালাবার ঘটনাতে কোথাও অতিকথন নেই। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দও তাঁর মনসামঙ্গল কাব্যের আত্মবিবরণীতে নিজের কথা যেভাবে বলেছেন তাতে একইসঙ্গে কবি রিয়ালিস্ট এবং ন্যাচারালিস্টন। সেইসময় সেলিমবাদ পরগনার ফৌজদার বার খাঁ যুদ্ধে নিহত হলে দেশে অরাজকতা দেখা দেয়। কবি তখন আস্কর্ণ রায়ের পরামর্শে রাতের অন্ধকারে কীভাবে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে এসেছিলেন তার বর্ণনা দিয়েছেন---

"রণে পড়ি বারখাঁ বিপাকে ছাড়িল গাঁ

যুক্তি করি জননী জনক।
দিন কতক ছাড়ি যাই তবে সে নিস্তার পাই
দেয়ানে হইল বড় ঠক।।
শ্রীযুক্ত আস্কর্ণ রায় অনুমতি দিল তায়
যুক্তি দিল পালাবার তরে।
শুনহ মণ্ডল তুমি উপদেশ বলি আমি।
গ্রাম ছাড় রাত্রির ভিতর।।
নিজ গ্রাম ছাড়ি যাই জগন্নাথ পুর পাই
প্রাতকাল নিশি অবসান।
তথায়তে নীলাম্বর উত্তরিতে দিল ঘর
হাঁড়ি চাল সিদা গুয়া পান।।
রাজা বিষ্ণুদাসের ভাই তাঁহারে ভেটিতে যাই
নাম তার ভারমল্ল খান
তিনি দিলেন ফুল পান আর তিনখানি গ্রাম
লিখাপড়া বসতির স্থান"।।

অবশ্য সুপারন্যচারাল সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে মানবিক সাহিত্যের একটি ধারা মধ্যযুগে প্রবাহিত ছিল। রোসাঙ রাজসভার সাহিত্য, গীতিকা সাহিত্য কিংবা শাক্তপদাবলী এই শ্রেনীর সাহিত্য। যেখানে সুপারন্যাচারাল এলিমেন্ট অনেক কম। মানুষের বস্তুগত জীবনের কথা, নানান প্রবৃত্তির প্রকাশ, চরিত্রের জীবনরহস্য নানা ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে বাংলা কথাসাহিত্যের রিয়ালিজম, ন্যাচারালিজম এবং নিও ন্যাচারালিজম এর বীজ মধ্যযুগেই রোপিত হয়েছিল। মুকুন্দ চক্রবর্তীর চন্ডীমঙ্গলে বাস্তবোচিত বর্ণনা দেখে সমালোচকরা তাঁর মধ্যে ঔপন্যাসিকের লক্ষণ দেখেছেন। আরও অনুবীক্ষণ দিয়ে দেখলে তাঁর মধ্যে নিও ন্যচারালিজম এর লক্ষণও দেখা যেতে পারে। কাব্যের আখেটিক খন্ডে দেবী ষোড়শী কন্যারূপে ফুল্লরার বাড়িতে থাকতে চাইলে সতীন সম্ভবনায় ফুল্লরার যে স্বতস্ফূর্ত আচরণ আমরা দেখি তা ডারউইনের survival of the fittest তত্ত্ব-এর কথা মনে করিয়ে দেয়।

২খ. উনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁর প্রভাব

'On 23rd June 1757 the Middle ages of India ended and her modern age began.' রবীন্দ্রনাথেরও অভিমত ছিল এইরকম 'য়ূরোপীয় চিত্তের জঙ্গম শক্তি আমাদের স্থাবর মনের উপর আঘাত করল, যেমন দূর আকাশ থেকে আঘাত করে বৃষ্টিধারা মাটির পরে'। উনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁ বাংলা সাহিত্যের গতিপথ সম্পূর্ন বদলে দিল। ইউরোপীয় তথা পাশ্চাত্য সাহিত্যের

রীতিনীতি, সাহিত্য আন্দোলনের প্রভাব সরাসরি বাংলা সাহিত্যে এসে পড়ল। ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে এসে বাঙালিদের জীবনযাপনের রীতিও বদলে গেল। স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, থিয়েটার, ইংরেজি শিক্ষা, নাগরিক জীবন, বাবু কালচার, মুদ্রণ যন্ত্রের আগমন, সাময়িক পত্রের আবর্ভাবে বাঙলিদের দেখা গেল অন্য ভূমিকায়। সতীদাহ প্রথারোধের আইন তৈরি হল। বিধবাবিবাহ আইনসম্মত হল। বহুবিবাহ বন্ধ হল। নবজাগরণের মূল কথাই ছিল 'Man is the measure of all things'। যার ফলস্বরূপ সুপারন্যাচারাল সাহিত্যের গতিপথ রুদ্ধ হয়ে পড়ল। ক্রমশ বাংলা সাহিত্যে দেখা দিল বাস্তববাদী সাহিত্য। রামমোহন, বিদ্যাসাগর এবং মধুসূদন যুক্তিবাদী জীবনদৃষ্টি দিয়ে জীবনকে দেখলেন। নবজাগরণ সূর্য ক্রমশ যতই প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে দেববাদের কুয়াশা ক্রমশ মিলিয়ে গেছে। দেখা গেছে রৌদ্র করোজ্জ্বল আধুনিক যুগ। ধাপে ধাপে সময় পরিবর্তিত হয়েছে।

প্রথম পর্যায় (১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত)

দ্বিতীয় পর্যায় (১৭৫৭----১৮০০ পর্যন্ত)

তৃতীয় পর্যায় (১৮০০—১৮৫৭ পর্যন্ত)

চতুর্থ পর্যায় (১৮৫৮—১৯৪৭ পর্যন্ত)

পঞ্চম পর্যায় (১৯৪৭-বর্তমান কাল পর্যন্ত)

সামাজিক-রাজনৈতিক সংগঠন, আধুনিক শিক্ষাকেন্দ্র, ধর্মীয় সংস্কার সমাজকে নানাভাবে প্রভাবিত করতে লাগল।

পর্তুগীজ এবং ব্রিটিশ বনিকদের এদেশে কার্যকলাপ জীবন সংস্কৃতি বাংলাদেশের মানুষকে প্রভাবিত করে।

অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর 'বাংলার রেনেসাঁস পুনর্ভাবনা' প্রবন্ধে এই পরিবেশটিকে চমৎকার ব্যাখ্যা করেছেন----

" সুদূর ইউরোপ থেকে জাহাজ আসে। গঙ্গার ঘাটে নামিয়ে দেয় ইংরেজি ভাষায় লেখা বইপত্র। নাটক ইতিহাস কাব্য প্রবন্ধ । রাজনীতি অর্থনীতি দর্শন বিজ্ঞান সন্দর্ভ। ইংরেজদের ঘরে ঘরে ক্লাবে ক্লাবে বইপত্র জমে উঠে। কিছু কি বাঙালিদের নজরে পড়ে না ? ইংরেজদের জন্য থিয়েটার গড়ে উঠে। বাঙালিরা কেউ কি টিকিট কেটে অভিনয় দেখতে যায় না ? ইংরেজদের জন্যে পাশ্চাত্য পদ্ধতির সুরম্য হর্ম্য নির্মিত হয়। বাঙালি অভিজাতরা কেউ কি অনুকরণ করেন না ? ইংরেজদের জন্য আমদানি হয় ঘোড়ার গাড়ি। বাঙালি বড়োলোকেরা কেউ কি কেনেন না ? ইংরেজদের জন্য আমদানি বা তৈরি হয় পাশ্চাত্য ধরনের আসবাব। শৌখিন বাঙালিরা কেউ কি তা দিয়ে ঘর সাজান না ? অলক্ষিতে বাঙালির জীবনেও ইউরোপের স্রোত সঞ্চারিত হয়। সে ইউরোপ মধ্যযুগীয় নয়, আধুনিক। তাকে আধুনিক করে তুলেছে রেনেসাঁস , রেফর্মেশান, এনলাইটেনমেন্ট, আমেরিকান তথা ফরাসি বিপ্লব। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বেই কলকাতা শহরের পত্তন। সারা অষ্টাদশ শতাব্দী জুড়ে বিলিতি

জাহাজের আনাগোনা। লণ্ডনের মানসলোক কলকাতায় প্রভাব বিস্তার করে। বাঙালিদের কেউ কি সেই মানসলোকের প্রভাব অনুভব করেন নি ?" ফলে দেববাদের দৃঢ় বদ্ধমূল সংস্কার ক্রমশ তরলীভূত এবং পরে বাষ্পীভূত হতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে তার নিদর্শন রয়েছে। রামেশ্বর চক্রবর্তী , ঘনরাম চক্রবর্তী এবং ভারতচন্দ্র কিংবা রামপ্রসাদ সেনের কাব্যে তার প্রমান আছে। রামেশ্বর এবং ঘনরাম অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়াতেই কাব্য রচনা করেছেন। রামেশ্বরের কাব্যে দৈবী নির্ভরতা অনেক কম। সেখানে বরংচ শিবের মধ্যে দেখা যায় এক দরিদ্র্ চাষীর জীবন সংগ্রামের অভিজ্ঞতা। ভারতচন্দ্রের কাব্য রচিত হয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি । ভারতচন্দ্রের জীবন অভিজ্ঞতাও অনেক বেশী। বাল্যকালে দারিদ্রের মধ্যে পড়াশোনা করতে হয়েছে। অকারণে কারাবাস ভোগ করতে হয়েছে। দেখেছেন অধর্মের জয়। বাস্তব জীবন অভিজ্ঞতাকে তিনি কাব্যে ব্যবহার করেছিলেন। তাই তাঁর পক্ষে বলা সম্ভব সম্ভব হয়েছিল -'নগর পুড়িলে কি দেবালয় এড়ায়'। এ শুধু কাব্যবাণী নয় জীবন অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য বাণী। বোঝাই যাচ্ছে দেববাদের শক্তি তখন কমতে শুরু করেছে বাংলাদেশে। স্বভাবতই বাংলাকাব্যে দেববাদের ধারা মন্দীভূত হতে শুরু করেছে। সাহিত্য প্রকাশের নতুন মাধ্যম খুঁজেছে। ১৭৫০ খ্রিঃঅঃ-১৭৯৯ খিঃঅঃ পর্যন্ত ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যাবে নানান পরিবর্তন। ১৭৫০ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীতে যোগ দিয়ে কলকাতায় আসেন। পরবর্তী কালে তিনি হন ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল। ১৭৫৭ সালে সিরাজের পরাজয় বংলার রাজনৈতিক জীবনে তো বটেই সাংস্কৃতিক জগতেও এক বিশাল বড়ো ঘটনা। মূলত তখনো পর্যন্ত সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র ছিল রাজসভাগুলি এবং জমিদারদের চন্ডীমন্ডপ। এবং সেই সাহিত্যচর্চায় পুরুষকেন্দ্রিকতাই প্রাধান্য অর্জন করেছে। উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে সমাজে নারীদের অবস্থান কেমন ছিল তা আমরা সবাই জানি। নারীরা অসহায়, অবিচার এবং অত্যাচারের সর্বশেষ পর্যায়ে ছিল। অশিক্ষা প্রাচীন সংস্কার অসহনীয় প্রচলিত প্রথার বেড়াজালে নারীর জীবন ছিল অভিশাপগ্রস্থ। বাল্যবিবাহের নামে অপরিণত জীবনযুদ্ধ, কৌলিন্যপ্রথার অভিশাপে কন্যাদায়গ্রস্থ পিতার সীমাহীন দুর্ভোগ, বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধের জাঁতাকলে অসহায় মেয়েদের সামাজিক বঞ্চনা সবার জানা। তার উপর ছিল সতীদাহ প্রথা। মেয়েদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারার মতো বীভৎসতা বুঝিয়ে দেয় মেয়েদের অবস্থান কোথায় ছিল এই সমাজে। নারীরা পাশ্চাত্য সভ্যতা সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার পর এদেশের পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির কিছু বদল ঘটে। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং তাঁর বন্ধু রাজা রামমোহন রায় এর সংগ্রাম এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয়। প্রিন্স দ্বারকানাথ শিল্পপতি থাকলেও সমাজ সম্পর্কে তাঁর চিন্তাভাবনা ছিল খুবই উদার। মানবতাবাদকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন তিনি। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সভ্যতার মেলবন্ধন তাঁর জীবনদর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রধান অঙ্গ ছিল। স্ত্রী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। রামমোহন সর্বপ্রথম ভ্রান্ত ধর্মের মূলে কুঠার চালালেন। উপনিষদের অনুবাদ করে একেশ্বরবাদ প্রচার করলেন। সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে রামমোহনের

সংগ্রাম সারাদেশে এক প্রবল আলোড়ন তৈরি করেছিল। ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা রদ আইন এদেশে নারী জীবনের মূল্যায়ন সম্পর্কে এক বিশাল বড় মাইল স্টোন। রামমোহনের এই লড়াই পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর এবং মধুসূদন দত্ত সমানভাবে জারি রেখেছিলেন। বিদ্যাসাগরের ভূমিকা ছিল অনেক বেশি। শুধু নারী সম্পর্কে কুপ্রথাগুলির বিরুদ্ধে লড়াইই নয়, নারীর মনোজগতের বিকাশের দিকে বিশেষভাবে নজর দিলেন তিনি। তাঁর আন্তরিক প্রয়াসেই মেয়েদের জন্য স্কুলশিক্ষার দরজা খুলে যায়। লেখাপড়া জানার ফলে নারীর জীবনে এক বিশাল পরিবর্তন ঘটে। বংশ পরম্পরার সংস্কার-কুসংস্কারগুলির যৌক্তিকতা নিয়েও তাদের মনে প্রশ্ন ও সন্দেহ দেখা দেয়। বিদ্যাসাগরের দুটি গদ্যগ্রন্থ 'শকুন্তলা' ও 'সীতার বনবাস'-এ নারী জীবনের বেদনার কথাই ব্যক্ত হয়েছে। মধুসূদনের রচনাগুলিতেও নারী সম্পর্কে সার্থক মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে। এক্ষেত্রে 'বীরাঙ্গনা' কাব্যটি তাঁর এক সার্থক সৃষ্টি। বাস্তবের প্রেক্ষিতে নারী জীবনের চাওয়া-পাওয়াগুলিকে দেখলেন তিনি। শকুন্তলা, তারা, কেকয়ী, শূর্পনখা, দ্রৌপদী, রুক্মিনী, উর্বশী, জনা প্রত্যেকেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে অভিনব। শকুন্তলা তার জীবনের দুর্দশার জন্য সরাসরি দুষ্যন্তকেই দায়ী করেছেন। দেবগুরু বৃহস্পতির স্ত্রী তারাদেবী তাঁর দাম্পত্য জীবনে সুখী ছিলেন না। অথচ যৌনতা মানুষের জীবনের এক স্বাভাবিক চাহিদা। একালের মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড বলেছেন---'Sex is the main spring of our unconscious life'। মধুসূদন সেই স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকেই মান্যতা দিয়েছেন। শারীরিক চাহিদার বাস্তবতা থেকেই তারা পুত্রসম সোমের সঙ্গে দেহসম্পর্কে লিপ্ত হতে চায়-এ নব যৌবন, বিধু, অর্পিব গোপনে /তোমায়, গোপনে যথা অর্পেন আনিয়া/ সিন্ধুপদে মন্দাকিনী স্বর্ণ, হীরা, মনি'। সূর্পনখা বিধবা হয়েও লক্ষ্মণকে বিয়ে করে নতুন করে সংসার পাততে চেয়েছে। রুক্মিনী তার প্রেমাস্পদকেই বিয়ে করতে চেয়েছে কিংবা দ্রৌপদী তার বিরহদশা লুকিয়ে রাখতে চায় না। অর্জুনকে নিজের কাছে ডেকেছে। ক্রমশ বাংলা সাহিত্যে দেখা দেয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তিসচেতনতা, সমাজসচেতনতা, স্বাধীনচেতা আকাঙ্খা। অবশ্যই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারী প্রগতির এই ধারাকে কখনোই ভালো চোখে দেখেনি। এমনকি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো নবজাগরণের বাহকরাও পুরুষতান্ত্রিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি। বহুভাবে তিনি সমালোচিত হয়েছেন 'কৃষ্ণকান্তের উইল', এর রোহিনী, 'বিষবৃক্ষ'এর কুন্দনন্দিনী , হীরা কিংবা 'চন্দ্রশেখর'এর শৈবলিনী চরিত্র সৃজনে। রবীন্দ্রনাথ গোড়া থেকেই নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, মুক্তচিন্তার পক্ষে ছিলেন। রামমোহনের 'সহমরণ বিষয়ক প্রস্তাব', বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা' কিংবা 'সীতার বনবাস', মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা' সবেতেই ফুটে উঠল যুক্তিবাদী মানসিকতা। এই সময়টিই ছিল বাংলা কথাসাহিত্যের উন্মেষকাল। প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' যে গ্রন্থটিকে অনেকেই বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস বলতে চান তাও বাস্তববাদী সাহিত্য , ন্যাচারালধর্মী সাহিত্য।

২গ. ন্যাচারালধর্মী কথাসাহিত্য

বাংলা কথাসাহিত্যের সূচনা পর্বে নতুনভাবে জীবনকে দেখার ও বিশ্লেষনের প্রবনতা দেখা গেল। বঙ্কিম ইতিহাসের চরিত্রগুলিকে গ্রহন করলেন বিচার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই। কোনো একটি ইজম তাঁর মধ্যে মুখ্য হয়ে উঠে নি। সুপার ন্যাচারালিস্টদের মতো তাঁর রচনায় সুপার ন্যাচারাল এলিমেন্ট আমরা দেখি। তাঁর সামাজিক উপন্যাসগুলিতে সোসালিস্টদের মতো তাঁর আচরণ চোখ এড়ায় না 'art as a manifestation of society, one that contains metaphor and reference directly applicable to the existing society at the time of its creation.' মধ্যযুগের সাহিত্যকে সামনে রেখে তাঁর সাহিত্যকে দেখলে রিয়ালিজম সাহিত্য বললে ভুল বলা হবে না। আবার বঙ্কিমের রচনা শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক সাহিত্য। একই সঙ্গে শ্রেষ্ঠ জাতীয়তাবাদী সাহিত্য। এই সময়ের উপন্যাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর দুটি উপন্যাসে তৎকালীন সমাজ পরিবর্তনে নিজের স্বাভাবিক চিন্তার ছাপ রেখেছেন। সেযুগের দৃষ্টিতে দেখলে 'সংসার' এবং 'সমাজ' উপন্যাস দুটিতে লেখক প্রথাগত ধারণাকে অতিক্রম করতে চেয়েছেন । লেখকের অভিমুখটি পরীক্ষা নিরীক্ষার দিকে। কিন্তু ন্যাচারালিস্টদের অভ্যাস হল 1. Sociological Enquiry 2. Exat psychology Investigation 3. Method of Scientific Workmanship, যা রবীন্দ্রনাথে দেখা গেল। 'চোখের বালি'র ভূমিকাতে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসিকের দায়িত্ব প্রসঙ্গে চরিত্রের আঁতের কথা টেনে বার করার কথা বলেছিলেন –'সাহিত্যের নব পর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনাপরম্পরারা বিবরন দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো'। আসলে যার ইংরেজি করলে এই কথাটিই হয় 'Exact Psychology Investigation'। উপন্যাসে মহেন্দ্র এবং বিনোদিনীর আচরণ, কার্যাবলী বর্ণনায় তিনি ন্যাচারালিস্ট। আশার সাথে মহেন্দ্রর বিয়ে হলেও যুবক মহেন্দ্রর কাছে আশা নিতান্তই বালিকা, খেলার পুতুল, কচি খুকি। সেই অসামতলিক দাম্পত্যজীবনের পাশে যৌবনবতী বিধবা বিনোদিনীর উপস্থিতিতে মহেন্দ্রর আচরণ বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ নানান প্রভাব এড়িয়ে স্বাভাবিক থাকতে চেয়েছেন। ন্যাচারালিস্টদের মতো 'পাপের দিকটার চিত্রণ' তিনি করেছেন। অবশ্য এই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত ন্যাচারালিস্ট নন। চরিত্রিগুলির পরিনতি বর্ণনায় লেখক রোমান্টিকতার কাছে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য উপন্যসগুলির ক্ষেত্রেও একথা সত্য । 'ঘরে বাইরে', 'চতুরঙ্গ', 'শেষের কবিতা' প্রতি ক্ষেত্রে তিনি শেষপর্যন্ত নিজেকে রোমান্টিক হিসেবেই প্রতিষ্ঠা করেন। 'চতুরঙ্গ'এ শচীশ এবং দামিনীর সম্পর্কে কাম প্রবৃত্তির মনস্তাত্ত্বিক নানা টানাপোড়েন রয়েছে। কিন্তু দামিনীর রোমান্টিক মৃত্যুকে আর ন্যাচারাল বলা যায় না। 'শেষের কবিতা'র অমিত লাবন্যের সম্পর্কটি রোমান্টিকতায় পর্যবসিত। অথচ এমা কিংবা লিও টলস্টয়ের আনার সাথে রবীন্দ্রনাথের বিনোদিনী, বিমলা কিংবা দামিনীর অনেক সাদৃশ্য পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু ন্যাচারাল সাহিত্যের দ্বার বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের হাতে পূর্ণতা পেল না। শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গেও প্রায় একই কথা বলা চলে। বিভিন্ন উপন্যাসের

দু একটি ঘটনা কিংবা দু একটি চরিত্র বর্ণনায় লেখককে ন্যাচারালিস্ট হিসেবে দেখা গেলেও প্রকৃতপক্ষে আপাদমস্তক তিনি রোমান্টিক।

ন্যাচারাল সাহিত্যের ধারা এল কল্লোলগোষ্ঠীর হাত ধরে। ১৯২৩ সালে দীনেশরঞ্জন দাশের সম্পাদনায় 'কল্লোল' পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটে। অবশ্য এর বীজ প্রোথিত হয়েছিল আরো কিছুকাল পূর্বে। ১৯২১ সালে 'ফোর আর্টস ক্লাব' এর চার সদস্য গোকুলচন্দ্র নাগ, দীনেশরঞ্জন দাশ, সুনীতা দেবী এবং মনীন্দ্রলাল বসু 'ঝড়ের দোলা' নামের একটি গল্প সংকলন প্রকাশ করেন। এর দু'বছর পরে 'কল্লোল'এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। কল্লোলের মূল লক্ষ্যই ছিল রবীন্দ্রনাথ ও রোমান্টিকতাকে বিসর্জন দিয়ে রিয়ালিজম সাহিত্যসৃষ্টি। এদের কাছে আদর্শ ছিল কার্ল মার্কস এবং সিগমুন্ড ফ্রয়েড। গোকুল নাগ, দীনেশরঞ্জন দাশ, প্রেমেন্দ্র নাথ মিত্র, অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, কাজী নজরুল ইসলাম , সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, প্রমুখ কবি সাহিত্যিক বাংলা কাব্য সাহিত্যকে বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছেন। রবীন্দনাথ তখন বাংলা সাহিত্যের মধ্য গগনে। যেকোনো কবি-সাহিত্যিকের পক্ষেই রবীন্দ্র কাব্যাদর্শকে অস্বীকার করা ছিল আত্মহত্যার সমান। তবু রোমান্টিক কাব্যাদর্শের বিরুদ্ধে কুঠার চালনার সাহস দেখিয়েছেন অনেকেই । এক্ষেত্রে নজরুল ইসলাম, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং মোহিতলাল মজুমদারের বিশেষ প্রশংসা করেছেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখকগন। নজরুলের লেখাতে দেখা যায় সেযুগের নিদারুণ দারিদ্রের ও অসাম্য সমাজ ব্যবস্থার বাস্তবতা। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত পেশায় ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। ইট-লোহা -পাথর নিয়ে তার কারবার। রোমান্টিকতার দুই প্রধান উপাদান প্রেম ও ধর্ম সম্পর্কে তার অভিমত ছিল-'প্রেম ও ধর্ম জাগিতে পারে না বারোটার বেশি রাতি'। মোহিতলাল দেহবাদী প্রেমকে মান্যতা দিয়েছেন।

রিয়ালিজম এই বোধ যতক্ষণ না চেতনার মধ্যে সঞ্চারিত হচ্ছে ন্যাচরালিজম ধারণা আসবে না। সেদিক থেকে কল্লোলগোষ্ঠী বাংলা সাহিত্যের পরম উপকার করেছে বলা যায়। উৎকৃষ্ট সাহিত্য হিসাবে কল্লোলগোষ্ঠীর রচনা পাঠক সমালোচকদের তেমন মন জয় করতে পারেনি । কিন্তু একটি নতুন যুগের দিকে অগ্রসরের পক্ষে তাদের ভূমিকা প্রশংসনীয় ।

৩য়-পর্বঃ বাংলা কথাসাহিত্যে নিও ন্যচারালিজম

৩ক. নিও ন্যাচারালিজমঃ বাংলা কথাসাহিত্যের প্রথম পর্যায় পর্যায়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ন্যাচারালিস্ট এবং একইসঙ্গে নিও ন্যাচারালিস্ট লেখকও বলা যেতে পারে । এপ্রসঙ্গে তাঁর 'শহরতলি' উপন্যাস এবং 'সরীসৃপ' গল্পটির কথা বলা যেতে পারে। 'শহরতলি' উপন্যাসটি সেকালের শ্রমিক আন্দোলনের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। ১৯৩৭ সালে কানপুরে চল্লিশ হাজার শ্রমিক পঞ্চাশ দিন ধর্মঘট পালন করে। ১৯৩৮ সালে মুম্বাইতে নম্বই হাজার শ্রমিক প্রতিবাদ দিবস পালন করে। ১৯৩৮ সালে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা ছিল সোয়া তিন লক্ষ। মানিক এ সমস্ত লক্ষ্য করেছিলেন। সেই শ্রমিক আন্দোলনের কথা ফুটে উঠল উপন্যাসে।

উপন্যাসটি দুটি খন্ডে বিভক্ত। দুটি খন্ডে শ্রমিক আন্দোলনের দুটি স্তরের কথা রয়েছে। একদিকে বস্তির নেত্রী যশোদা অন্যদিকে কারখানার মালিক সত্যপ্রিয়। যশোদার বাড়িতে অনেক ভাড়াটিয়া। এরা সবাই শ্রমিক শ্রেনীর। অনেকেই সত্যপ্রিয়র কারখানায় কাজ করে। শ্রমিকদের স্বার্থ সম্পর্কে যশোদা সচেতন। যশোদাকে কেন্দ্র করে শ্রমিকরা সংগঠিত হয়। সত্যপ্রিয়র কারখানায় ধর্মঘটেরও সিদ্ধান্ত হয়। যশোদা কারখানার মালিককে সামনে রেখে নিজেকে বিশ্লেষন করে---"এরা সমস্ত জগতের শ্রমিকদের অবস্থান জানে, শ্রমিক সমস্যা এরা বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিশ্লেষণ করিয়াছে, এদের সমস্ত তর্ক বিতর্ক পরিষ্কার বুঝিবার মতো জ্ঞান সে কোথায় পাইবে? তার মতো ঠেকনা দিয়া দশ বিশ জন শ্রমিককে কোনো রকমে খাড়া রাখিবার ব্রত এদের নয়, ধনিকতন্ত্রের চোরা বালির গ্রাস হইতে সমস্ত শ্রমিককে বাঁচাইয়া শক্ত মাটিতে তাদের দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করা ওদের কাজ। সে কাজের বিরাটত্ব কল্পনা করিয়া যশোদার মাথা ঘুরিয়া যায়। কুলি-মজুরের সঙ্গে সে মিশিয়াছিল, তাদের কয়েকজনকে ভালবাসিয়াছিল, একটা শ্রেনী হিসাবে তাদের কথা কখনো ভাবিয়া দেখে নাই"। এখানে দেখা যাচ্ছে ডারউইনের তত্ত্বর গুরুত্ব অনেক বেশি। কেননা বির্তনবাদ স্বাভাবিকভাবে জীবনবিকাশের কথাটি তুলে ধরেছ-'all species of organisms arise and develop through the natural selection of small, inherited variations that increase the individual's ability to compete, survive, and reproduce' কোনো বিশ্লেষক যাকে বলেছেন 'survival of the fittest'। 'সরীসৃপ' গল্পটিতে তার স্পষ্ট প্রভাব আমরা দেখি। অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রাম----ডারউইনের এই তত্ত্বের প্রভাবেই রচিত 'সরীসৃপ' গল্পটি। চারু, পরি এবং বনমালী এই তিনজন মধ্যবিত্ত মানুষের কাহিনী হল 'সরীসৃপ'। বনমালী ছিল চারুর শ্বশুরের এক মোসাহেবের ছেলে। বাইরে থেকে বনমালীকে শান্তশিষ্ট্য ভদ্র মনে হলেও ক্রমশ সে চারুদের সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করে নেয়। সেই হয়ে উঠে বিধবা চারুর অন্নদাদা। চারুও নিজের পরিবর্তন করায়। কেননা নিজের মানসিক প্রতিবন্ধী ছেলেকে নিয়ে তাকেও টিকে থাকতে হবে। ইতিমধ্যে চারুর বোন পরি বিধবা হয়ে কোলের সন্তানকে নিয়ে চারুর কাছেই উঠে। পরিকেও টিকে থাকার লড়াই-এ সামিল হতে হয়। পরি বুঝতে পারে বাড়ির আসল মালিক এখন বনমালী। তাই বনমালীকে নিজের আয়ত্ত্বে রাখার প্রতিযোগীতা দেখা যায় চারু এবং পরির মধ্যে। এক বর্ষণমুখর রাত্রে চারু পরির ঘরে বনমালীকে আবিষ্কার করে 'পরীর ঘরের দরজা ভেজানো ছিল, ঠেলিতে খুলিয়া গেল। ঘরের মধ্যে দু-পা আগাইয়া চারু থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। এ দৃশ্য তাহাকে দেখিতে হইবে চারু তাহা কল্পনাও করে নাই। মেঘগর্জনে পরী ভয় পাইবে এ আশঙ্কা কয়েক মিনিটের জন্যও তাহার পোষণ করার প্রয়োজন ছিল না। পরী একা নয়। বনমালীর বুকের কাছে যদিও সে জড়োসড়ো হইয়াই তাহার কথা শুনিতেছে, সেটা ভয়ে নয়'। কিছুদিন পরে চারু মারা গেলে বনমালীর আর এক রূপ দেখা দেয়। পরীকে সে অবহেলা করতে শুরু করে –'চারুর মৃত্যুর পর বনমালী দিনে অথবা রাত্রে কখনো পরীর ঘরে আসে নাই'। সে সাজসজ্জা করে বনমালীকে আকর্ষণ করতে চায়

,কিন্তু তার সাজসজ্জার আর দাম দেয় না বনমালী 'না সাজলেই তোকে ভালো দেখায় পরী'। দাসীদের মতো নীচের তলার ঘরে ঠাঁই হয় পরীর। স্নেহ প্রেম দয়া মানবিক প্রবৃত্তি হার মানে ব্যাক্তির সর্বোতভাবে টিকে থাকার আকাঙ্খার কাছে। গল্পটি শেষও হয়েছে মানুষের স্বাভাবিক পশু প্রবৃত্তির জয়ের ব্যঞ্জনা দিয়ে –'ঠিক সেই সময়ে মাথার উপর দিয়া একটা এরোপ্লেন উড়িয়া যাইতেছিল। দেখিতে দেখিতে সেটা সুন্দরবনের উপরে পৌঁছিয়া গেল, মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বনের পশুরা যেখানে আশ্রয় নেয়'। মানিকের 'পদ্মানদীর মাঝি' বহুল চর্চিত উপন্যাস। স্বভাবসিদ্ধ এক বাস্তবোচিত বর্ণনা দিয়ে উপন্যাস শুরু হয়-- স্বভাবসিদ্ধ এক বাস্তবোচিত বর্ণনা দিয়ে উপন্যাস শুরু হয়।

"বর্ষার মাঝামাঝি ।মাঝামাঝি। পদ্মায় ইলিশ মাছ ধরার মরশুম চলিয়াছে। দিবারাত্রি কোনো সময়েই মাছ ধরবার কামাই নাই। সন্ধ্যার জাহাজঘাটে দাঁড়াইলে দেখা যায় নদীর বুকে শত শত আলো অনির্বান জোনাকির মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। জেলে নৌকার আলো ওগুলি। সমস্ত রাত্রি আলোগুলি এমনিভাবে নদীবক্ষের রহস্যময় ম্লান অন্ধকারে দুর্বোধ্য সঙ্কেতের মত সঞ্চালিত হয়। একসময় মাঝরাত্রি পার হইয়া যায়। শহরে গ্রামে, রেল স্টেশনে ও জাহাজঘাটে শ্রান্ত মানুষ চোখ বুঝিয়া ঘুমাইয়া পড়ে। শেষ রাত্রে ভাঙা ভাঙা মেঘে ঢাকা আকাশে ক্ষীণ চাঁদটি উঠে। জেলে নৌকার আলোগুলি তখনো নেভে না ।না। নৌকার খোল ভরিয়া জমিতে থাকে মৃত সাদা ইলিস মাছ। লণ্ঠনের আলোয় মাছের আঁশ চকচক করে, মাছের নিষ্পলক চোখগুলিকে স্বচ্ছ নীলাভ মণির মত দেখায়" । এইরূপ বাস্তব বর্ণনা সারা উপন্যাসেই দেখা যাবে। উপন্যাসে যেসব ঘটনা পরপর ঘটে যায় তাও বাস্তবোচিত। সেই বাস্তবতায় বহুক্ষেত্রেই ন্যাচারাল সাহিত্যের লক্ষণ দেখা যায়। কপিলার সাথে কুবেরে সম্পর্ক বহুক্ষেত্রেই ন্যচারাল। ধরা যাক সেই নদীর ঘাটের কথা---

"কপিলা বলে, তামুক ফেইলা আইছ মাঝি । মাঝি। কুবের নামিয়া আসিয়া তামাকের দলটা গ্রহন করে। বলে, খাটাসের মতো হাসিস ক্যান কপিলা, আঁই ? কপিলা বলে, আমারে নিবা মাঝি লগে ? বলে আর কপিলা আবদার করিয়া কুবেরের হাত ধরিয়া টানাটানি করে, চিরদিনের শান্ত নিরীহ কুবেরকে কোথায় যেন সে লইয়া যাইবে। মালার বোন না কপিলা ? হ। কুবের তাহার দুই কাঁধ শক্ত করিয়া ধরিয়া অবাধ্য বাঁশের কঞ্চির মতো তাহাকে পিছনে হেলাইয়া দেয়, বলে, বজ্জাতি করস যদি, নদীতে চুবান দিমু কপিলা"। লেখকের বর্ণনাতে দুটি চরিত্রের আচরণ এখানে ন্যাচারাল। কিন্তু 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসেও লেখক শেষ পর্যন্ত ন্যাচারালিস্ট নন, এমনকি বাস্তবতাও ধরে রাখতে পারেন নি। উপন্যাসের শেষে চুরির দায়ে কুবের যেভাবে ধরা পড়ে হোসেন মিঞার শরণাপন্ন হয়, যেভাবে কপিলা কুবেরের সাথে ময়নাদ্বীপে চলে যায় তা বাস্তবতার সীমা লঙঘন করে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু রচনাতে ন্যাচারালিস্ট রচনা হিসাবে গ্রহন করা চলে। পরিবেশগত লড়াই এবং প্রবৃত্তির স্বাভাবিক দুর্বার প্রকাশ তাঁর বহু রচনাতেই রয়েছে। 'তারিনীমাঝি' গল্পটি তার এক উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ময়ূরাক্ষী নদীর গনুটিয়া ঘাটের পারাপারের মাঝি তারিণী। নদী

পারাপারে সে অত্যন্ত দক্ষ। ভরা বর্ষায় যখন নদীর জল খুব বেড়ে যায়, মানুষ ডুবে তলিয়ে গেলেও, খরস্রোতে ঝাঁপিয়ে সে মানুষকে তুলে আনে। সংসারে তার আপন বলতে একটিমাত্র মানুষ তার স্ত্রী সুখী। সেবারে বন্যায় ময়ূরাক্ষীর জল প্রবলভাবে বাড়তে লাগল। ভয়ঙ্কর বন্যায় চারপাশ ডুবে গেল। তারিনীর ঘরও জলে তলিয়ে গেল। স্ত্রীকে পিঠে চড়িয়ে বন্যার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে তারিণী। কিন্তু সে নদীস্রোতে ঘূর্ণি আবর্তে পড়ে যায়। পিঠে স্ত্রীর ভারে সে ক্রমশ তলিয়ে যেতে থাকে। তারিনী বুঝতে পারে স্ত্রীকে পিঠ থেকে না নামাতে পারলে বাঁচবার আর কোনো আশা নেই। আত্মরক্ষার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তার মধ্যে প্রবলভাবে প্রকাশ পায় 'দুই হাতে প্রবল আক্রোশে সে সুখীর গলা পেষণ করিয়া ধরিল। সে কি তাহার উন্মত্ত ভীষণ আক্রোশ! হাতের মুঠিতে তার সমস্ত শক্তি পুঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। যে বিপুল ভারটা পাথরের মত টানে তাহাকে অতলে টানিয়া লইয়া চলিয়াছিল, সেটা খসিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে জলের উপর ভাসিয়া উঠিল। আঃ,আঃ-বুক ভরিয়া বাতাস টানিয়া লইয়া আকুলভাবে সে কামনা করিল, আলো ও মাটি'। আত্মরক্ষা মানুষের আদিম স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। তারিণী মাঝি চরিত্রে মানুষের সেই প্রকাশটিই দেখিয়েছেন গল্পকার। বংশগত প্রবৃত্তি কীভাবে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে তার অতুলনীয় নিদর্শন রয়েছে 'আখড়াইয়ের দীঘি' গল্পটি । হিংস্র খুনে কালী বাগদি এর নায়ক। দুধর্ষ ডাকাতের বংশধর সে। চারপুরুষ ধরে রাত্রির অন্ধকারে পথিককে খুন করায় তাদের পেশা। হাতে থাকত ফাবড়া-শক্ত বাঁশের দন্ড। এই চরিত্রটির আচরণে ন্যাচারাল সাহিত্যের লক্ষণ প্রকাশ পায়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর অনেক রচনাতেই রোমান্টিতাকে পাশ কাটিয়ে সমাজ ও জীবনের স্বাভাবিক ছবি এঁকেছেন । 'হাড়' গল্পটি বাদ দিয়েও আমরা কথা বলতে পারি 'প্রহরী' গল্পটি। টিউশন মাস্টারের সাথে ছাত্রীর সম্পর্ক প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু কাহিনী বুননে গল্পকার রোমাণ্টিক নন, ন্যাচারালিস্ট। ননিগোপাল পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু ছেলে। এখানে ওখানে টিউশন পড়ায়, ছোটোখাটো ব্যাবসার চেষ্টা করে। স্কুল ছাত্রী মন্দিরাকেও বাড়িতে পড়াতে আসে সে। কিন্তু সেখানে দেখা যায় তার অন্য ইচ্ছের প্রকাশ 'তৃতীয় দিনেই পড়ানো ভুলে সে মন্দিরার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল,চতুর্থ দিনে হাত চেপে ধরল তার। পঞ্চম দিনে মন্দিরা আর হাত ছাড়িয়ে নিতে পারল না'। দুটি চরিত্রের ক্ষেত্রেই সামাজিক ও পারিবারিক শিক্ষাকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। বরং চরিত্রদুটির আচরণ স্বাভাবিক প্রবৃত্তি প্রকাশ ঘটেছে। ব্যাপারটি বাড়িতে জানাজানির পর ননিগোপালকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু মন্দিরার মন তখন ননিগোপালে 'স্কুলের এক বন্ধুর সাহায্যে টুকরো টুকরো চিঠির আদান-প্রদান' চলতে থাকে। ননিগোপাল জানায়, সে কলকাতায় একটি চাকরি পেয়ে গেছে। এতএব আর কোনো চিন্তা নেই 'রাত একটার পর আমি আসব। একটা পঁয়ত্রিশে কলকাতার ট্রেন। তুমি তৈরি থাকো'। মন্দিরা বাড়ি ছেড়ে যাবার জন্য নিজের মনকে প্রস্তুত করে। এ সমস্তকেই ন্যাচারাল সাহিত্য হইসাবেহিসাবে গ্রহন করা চলে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে রোমান্টিসিজমকে পাশ কাটিয়ে রিয়ালিজম এর সার্থক প্রকাশ আমরা দেখি। আবার সেই রিয়ালিস্ট লেখককে ন্যাচারালিস্ট হিসেবে আবিস্কার

করি। এক্ষেত্রে আমি দুটি গল্প উল্লেখ করবো 'শুধু কেরাণী' এবং 'তেলে নাপোতা আবিষ্কার'। 'শুধু কেরাণী'তে এক নবীন কেরাণী দম্পতির কথা রয়েছে। স্বামীর অফিস যাবার মূহুর্তে স্ত্রীর 'ওগো তাড়াতাড়ি এসো, কালকের মতো দেরি করো না' , স্বামীর 'একটু দেরি হলেই বুঝি অমন অস্থির হয়ে উঠতে হয় ?', অফিসফেরত স্বামীর জুতো নিজ হাতে খোলে দেওয়া, স্বামীর মৃদু আপত্তি 'ওটা কি আমি নিজে পারিনে ?' স্ত্রীর 'তা হোক----তুমি চুপ করো দেখি।', স্বামীর ট্রামের পয়সা বাঁচিয়ে স্ত্রীর জন্য ফুল কিনে আনা , স্ত্রীর জ্বরের মধ্যে দু'জনের রাগারাগি –'তুমি পারলেও আমি রাঁধতে দেব না', স্ত্রীর প্রত্যুত্তর 'হ্যাঁ, ভদ্রলোক বুঝি হোটেলে খেতে পারে।', কিংবা সূতিকারোগে স্ত্রীর মৃত্যু জেনে স্বামীর খেদোক্তি 'যদি সে এমন গরীব না হত, আরো ভালো করে ডাক্তার দেখিয়ে আর একটু চেষ্টা করে দেখত।' এই সমস্ত ঘটনা বর্ণনায় আমরা একজন ন্যাচারালিস্ট লেখককেই দেখতে পাই ' focoused on determinism, or the inability of human beings to resist the biological, social, and economic forces that dictated their behaviour and their fate'। 'তেলে না পোতা আবিষ্কার' গল্পটিতেও রোমাণ্টিসিজমকে অতিক্রম করে শেষপর্যন্ত ন্যাচারালিজমের প্রকাশ ঘটেছে ।সমরেশঘটেছে। সমরেশ বসু বাংলা কথাসাহিত্যের একজন দিকপাল। আধুনিক যুগের যুগসংকট তাঁর রচনায় সার্থকভাবে ধরা পড়েছে। 'বিবর', 'স্বীকারোক্তি', 'প্রজাপতি', 'পাতক' , 'বিশ্বাস' উপন্যসগুলিতে এমন একটি জগৎ আমরা দেখি, যা ন্যাচারালিস্ট কথাসাহিত্যিকদের রচনায় আমরা দেখি । এই পাঁচ উপন্যাসের নায়ক হিসেবে যাদের আমরা দেখি প্রথাগত সমাজের ভদ্রলোক হিসেবে তাদের আমরা দেখি না । সমাজের একটি অন্য জগতের বাসিন্দা যেন এরা। এদের আচার আচরণও প্রথগত নয়। ঠিক মানুষের পর্যায়ে বোধহয় ফেলাও যায় না। 'বিবর'এ দেখা যায় উপন্যাসের নায়ক তার শয্যাসঙ্গিনীকে খুন করে। 'স্বীকারোক্তি'র নায়ককেও প্রায় একইরকমই দেখি। নিজের বসকে, নিজের স্ত্রীকে এমনকি নিজের প্রেমিকা কুঁড়িকে খুন করে সে। 'প্রজাপতি'র নায়ক সুখেনও খুনী এবং তার আচরণও খুনীদের মতোই। কাহিনীর শেষে দেখা যায় সে নিজেও খুন হয়েছে। 'পাতক' এর নায়কেরও নাম নেই। উচ্ছৃঙ্খল বেপোরোয়া জীবন তার মধ্যেও দেখা যায়। সমাজ পরিস্থিতিতে নিজের মাকে খুন করে সে। 'বিশ্বাস'এ নীরেণও সেই একই চরিত্রের মানুষ। সমরেশ বসুর এই শ্রেনীর উপন্যাসগুলিতে এমন একটি জগৎ আমরা দেখি যেখানে সমাজের বিশেষ সংকটের দিকটি ফুটে উঠেছে। আর সেই সংকটের প্রেক্ষিতে চরিত্রের আচরণও বদলে যায়। কিন্তু চরিত্রগুলির এই আচরণ বর্ণনায় লেখক আচরণ ন্যাচারালিস্টদের মতো।

৩খ. নিও ন্যাচারালিজমঃ দ্বিতীয় পর্যায়

বিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে বাঙালী তথা ভারতীয় জীবনসংস্কারে এমন কিছু বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য্য পরিবর্তন আসে। যার ফলে জীবনযাপনও বদলাতে শুরু করে। মোবাইল ও ইণ্টারনেট মানুষের হাতে আসতে শুরু করল। যার প্রভাব পড়ল তার বহির্মানস ও অন্তর্মানস সর্বত্র। স্বপ্নময়

চক্রবর্তী এযুগের একজন শক্তিশালী লেখক এবং নিও ন্যাচারালিস্ট। এক্ষেত্রে তাঁর 'হলদে গোলাপ' এক উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। সমাজের লিঙ্গসমস্যা তাঁর উপন্যাসের বিষয় 'কাহিনি বয়নে মানুষের লিঙ্গ পরিচয়ের সমস্যা তুলে আনতে গিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রমে খুঁড়েছেন ইতিহাস, নৃবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, শারীর বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব, জিনেটিকস, মিথ-পুরান'। আমাদের সমাজে যাদের লিঙ্গসমস্যা থাকে তাদের নিম্নশ্রেনীর মানুষ হিসেবেই ভাবা হয়। নিও ন্যাচারালিস্টরা সমাজের এই নিম্ন শ্রেনীর মানুষের প্রতি বেশি দৃষ্টিপাত করেন 'The naturalist populates his novel primarily from the lower middle class or the lower class'। পুরুষ এবং নারী সমাজ এভাবে মানুষের লিঙ্গ পার্থক্য দেখলেও মানুষের লিঙ্গবৈচিত্র্য অনেক বেশি। তাদের যৌনতাতেও রয়েছে বহুবৈচিত্র্য। বহুমানুষ আছেন যোনী অপেক্ষা পায়ুতে রমণ করে বেশি বেশি আনন্দ অনুভব করেন। যোনির সাথে তুলনা করে পায়ুমেহনের সুবিধা অসুবিধা ঔপন্যাসিক নির্মোহ দৃষ্টিতে বর্ণনা করেছেন—'যোনির সঙ্গে পায়ুর পেশিসজ্জার তফাৎ আছে। যোনি বাইরে থেকে ভিতরের দিকে চাপ গ্রহন করতে পারে, কিন্তু পায়ু সেটা পারে না। মল নির্গমনের কারণেই পায়ুর পেশিসজ্জা। ভিতর থেকে কিছু সহজে বেরিয়ে আসতে পারে ,কিন্তু বাইরে থেকে কিছু প্রবেশ করাতে গেলে মাংসপেশির বিরুদ্ধে যেতে হয়'। ছেলেদের বাল্যকালে লিঙ্গমুন্ডি চামড়াতে ঢাকা থাকে। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই চামড়া নামানো যায় এবং লিঙ্গমুন্ডি বেরিয়ে আসে। কিন্তু কিছুক্ষেত্রে চামড়া লিঙ্গমুন্ডির সাথে সেঁটে থাকে। তখন নানান সমস্যা দেখা দেয়। এজন্য মুসলমান সমাজে বাল্যকালেই লিঙ্গমুণ্ডির চামড়া কেটে দেবার রীতি রয়েছে, যাকে বলে 'খৎনা'। সেই খৎনা বর্ণনাতেও লেখক ন্যাচারালিস্ট 'মেজোমামা আমার দুই হাত দুই ঠ্যাঙের মধ্য দিয়ে গলিয়ে পিছন থেকে সাপটে ধরলেন। লোকমান খলিফা আমার শিথিল অঙ্গটা নাড়াচাড়া করে বলে উঠলেন, এ যে কলার খোসার মতো। এক্ষুনি হয়ে যাবে। বুঝলাম শলা ঘোরানো থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। চোখ বাঁধা হল। কাঁথার উপরে একটি কলাপাতা। কলাপাতার ওপরে আমার নিম্নদেশ। জিগ্যেস করা হল, কলমা জানো ? আমি কাঁপা গলায় বললাম। লা ইলাহা ইলাল্লাহা যোহাম্মদুর রসুল্লাহ...তারপর বাংলায় বললাম----হে আল্লা, ব্যথা দিও নাগো। আল্লা বাংলাও বোঝেন নিশ্চয়ই। একবার মা কালীও বলে ফেললাম। কলমা শেষ হতেই শুনি---'ওই দ্যাখ তোর মাথার উপর ফিচিং পাখি। চোখ বন্ধ অবস্থায় আমি মাথার উপর তাকাই। আর তখনই আমি লিঙ্গে কিছু একটা অনুভব করি। এক মুহুর্তের যন্ত্রণা। আমার চোখ খুলে দেওয়া হল, আমি বিছানায়। কলাপাতা সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। যা রক্তপাত কলাপাতার উপরেই পড়েছে। লক্ষ্য করি নিম্নাঙ্গে পোড়া ন্যাকড়ার বেষ্টনী। দুই মামা ছোট ছোট বালির পুঁটলি কুল কাঠের আঁচে গরম করে চারপাশ সেঁকে দিচ্ছে। সেদিন কিছুক্ষণ টনটন করছিল। প্যান্ট পরার সময় প্রথম কয়েকটা দিন কেমন যেন সরসর করত। সাতদিন পর প্যান্ট পরা গেল। তারপরেই অনেকটা ঠিকঠাক হয়ে যায়। পুরোপুরি সারতে মাসখানেক লেগে যায়'। যৌনতা বৈচিত্র্যের জগতও বিশাল জায়গা জুড়ে আছে। ঔপন্যাসিক

স্বপ্নময় চক্রবর্তী একজন গবেষকের মতো নানান ঘটনার স্বাভাবিক উৎস খুঁজতে চেয়েছেন। এজন্য তিনি ডাক্তার ,সাইক্রিয়াট্রিস্ট, সমাজতাত্ত্বিক, গায়নোকলজিস্টদের সাথে যেমন কথা বলেছেন, তেমনি গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন যৌনতা সম্পর্কে নানান ট্যাবু মিথ ঘটনা সংগ্রহের জন্য। পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতবর্ষে রূপান্তরকামী মানুষের অধিকার আদায়ে মানবী বন্দ্যোপাধ্যায় এক গুরুত্বপূর্ন নাম। তিনি নিজে পুরুষ সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে নারী মানবী বন্দ্যোপাধ্যায় হয়েছেন। মানবীর কথা বারে বারে উপন্যাসে এসেছে –'' সোমনাথও রূপান্তরকামী, মানে 'ট্রান্সসেক্সুয়াল'। ওর পুরুষ শরীরের ভিতরে যদি একটা নারীসত্তা বাসা বেঁধে থাকে, তা হলে সে লিঙ্গ-অন্ডকোষ সম্পন্ন হয়েও নারী। অন্তত নিজে তাই ভাবছে। ফলত পুরুষের প্রতি তার আকর্ষণ । বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ তো প্রাকৃতিক ব্যাপার, যাকে বলে 'ন্যাচারাল'। ওর দিক থেকে সত্যিই 'ন্যাচারাল'। কিন্তু আমরা 'আনন্যাচারাল' ভাবি। তার মানে সোমনাথ শরীরসূত্রে পুরুষ হয়েও পুরুষের প্রতিই ওর যৌন আকর্ষণ। সুতরাং 'গে' আবার একইসঙ্গে রূপান্তরকামী। সব 'গে' আবার রূপান্তরকামী হয় না। মানে দাঁড়াচ্ছে, সব রূপান্তরকামীই 'গে'। কিন্তু সব 'গে' রূপান্তরকামী নয়।'' সুচিত্রা ভট্টাচার্য এযুগের একজন শক্তিশালী কথাসাহিত্যিক। নারীজীবনের নানান সমস্যা তাঁর উপন্যাসে ন্যাচারালিস্টি বিশ্লেষণে এসেছে । 'হেমন্তের পাখি' উপন্যাসটির কথা উল্লেখ করা চলে। বড় কোম্পানির মোটা মাইনের সুপ্রতিমের স্ত্রী অদিতি। স্বামী এবং দুই ছেলে পাপাই আর তাতাই-এর পৃথিবীকেই নিজের পৃথিবী মনে করেছিল অদিতি। কিন্তু সেখানে সে যেন খাঁচার পাখি। হেমেন মামা লেখালেখির জগতে নিয়ে আসে অদিতিকে। ক্রমশ নিজের জগৎ পায় অদিতি। এখানে ওখানে সাহিত্যের আসরে যাতায়াত বাড়ে। তদের ঘরেও লেখলেখির জগতের মানুষ আসেন। কিন্তু সুপ্রতিমের এসব পছন্দ হয় না---'-সাহিত্য ফাহিত্য অনেক হয়েছে। এবার ও-সব ছাতার মাথা বন্ধ করো। এটা হল গিয়ে হোম। আ প্লেস অফ হ্যাপিনেস। এখানে আমাদের সুখ বিঘ্নিত হলে আমি অ্যালাও করব না।' অদিতির বান্ধবী সুজাতার মন্তব্যে সুপ্রতিমের পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতাটি প্রকাশ পায়----'আরে ভাই, প্রেম করার জন্য ড্যাশিপুশি মেয়ে ঠিক আছে, ভীষণ অ্যাট্রাকটিভ। কিন্তু বিয়ে করলে সব পুরুষেই বউকে একটু শাঁখা সিন্দুর নোলকে দেখতে ভালোবাসে।' হর্ষ দত্ত আধুনিক সমাজ জীবনে মানুষের জীবনের জটিলতা বর্ণনায় স্বাভাবিকতা বিসর্জন দেননি। তার 'মিথুন লগ্ন' গল্পটির কথা উল্লেখ করা চলে। নন্দিনী আচমকায় বিধবা হন। কিন্তু বিধবা হলেও শরীরী আবেদন চাপা থাকে না। অনেকেই নন্দিনীর প্রেমে পড়তে চায় 'ওর শরীরী আবেদনের আগুন হয়তো ওদের একঝলক পুড়িয়ে দেয়।' কলেজ পড়ুয়া মেয়ে সাহানা এবং শাশুড়ি আশালতাকে নিয়ে নন্দিনীর সংসার। সাহানা স্বাধীনচেতা, এযুগের মেয়ে, মুখে মুখে তর্ক করে, নিজের ভালোমন্দ নিজেই বুঝে নিতে চায়। রাত করে বাড়ি ফিরলে মেয়েকে তিনি বলেন 'রাত প্রায় দশটা বাজতে যাচ্ছে, আর তুই রাস্তায় রাস্তায়.....।' মায়ের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মেয়ে উত্তর দেয় 'তুমিও তো ঘুরে বেড়াচ্ছিলে। তোমার অফিস তো সেই সাড়ে পাঁচটায়

ছুটি হয়ে গেছে। নিউমার্কেটের আশেপাশে একটা লোকের সঙ্গে তো তুমি এধার ওধার যাচ্ছিলে ! আমারাও দুটি চোখ আছে, মা !' নন্দিনী সেদিন সত্যিই নিউমার্কেটে গিয়েছিলেন তাদের অফিসের এক কর্মী দুলালবাবুর অনুরোধে। দুলালবাবুর এক আত্মীয় চিরদিনের জন্য তাঁর প্রবাসী মেয়ের কাছে চলে যাচ্ছেন, তাই কিছু কেনাকাটাতে সাহায্য করার জন্য দুলালবাবু নন্দিনীকে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু মেয়ে সে ঘটনাকে অন্যভাবে উপস্থাপন করে তাকেই যেন পরাজিত করল। অফিসের অপরূপকে একদিন বাড়িতে নিমন্ত্রণ করল নন্দিনী। মেয়েকেও সেদিন থাকতে বললেন 'খুব ভালো ছেলে। এলে দেখতে পাবি। ওর সঙ্গে কথা বললে খুশি হবি। ছেলেটাকে তোর পছন্দ হবে।' কিন্তু সাহানার সপাটে জবা 'পছন্দ হবে মানে ? তোমাকে যে পছন্দ করে, তাকে আমারও পছন্দ হবে এতটা জোর দিয়ে কেন বলছ বুঝতে পারছি না, মা।' অপরূপ এল। নন্দিনী তার রান্নায় আতিথ্যে অপরূপকে মুগ্ধ করে। অপরূপও নন্দিনীকে প্রশংসা ভরিয়ে দেয় 'বউদি আপনাকে ভগবান সব কিছু উজাড় করে দিয়েছেন---রূপ, গুণ।' গল্প আড্ডা চলল। বিকেলে অপরূপকে বেরিয়ে যেত হল 'কিছু মনে করবেন না বউদি।' সাহানা তখন অপরূপকে এগিয়ে দিতে আসে 'চলুন অপরূপদা, আপনাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।' নন্দিনীর তা একদম পছন্দ নয়। চিৎকার করে 'না' বলতে গিয়েও পারেনা। তার ভিতরের অবদমিত ইচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বী মেয়ের কাছে পরাজিত হতে চায় না 'তুই কি ভেবেছিস আমায় হারিয়ে দিবি ,জিতে যাবি! কখখনো না।' এ সবই তো নিও-ন্যাচারাল সাহিত্যের লক্ষণ।

৩গ. সীমাবদ্ধতা

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের স্বরূপ ও আঙ্গিক বহুলভাবে ইউরোপীয় সাহিত্যাদর্শ প্রভাবিত। রোমান্টিসিজম, ন্যাশনালিজম, রিয়ালিজিম, সিম্বলিজিম, মার্ক্সিজম, ফ্রয়েডীয় সাহিত্ব তত্ত্ব, ফেমিনিজম, মর্ডানিজম, পোস্টমর্ডানিজম এ সমস্ত কাব্য আন্দোলনের মতো ন্যাচারালিজম কিংবা নিও ন্যচারালিজম ধারণা (concept) পাশ্চাত্য থেকেই আমদানিকৃত। আবার পাশ্চাত্যে একটি কাব্য আন্দোলন গড়ে উঠে সে দেশের মানুষের জীবন-যাপন রীতি ও জীবনবোধের উপর ভিত্তি করে। ইউরোপীয় মানুষের শিক্ষা দীক্ষা জীবনবোধের সঙ্গে ভারতীয় জীবনবধের পার্থক্য অনেক। স্বভাবতই পাশ্চাত্যে মাটি থেকে যে কাব্য আন্দোলন গড়ে উঠে তাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে, বাংলাদেশে তেমন করে সম্ভব নয়। বিশেষ করে বাংলা দেশের আবহাওয়া জলবায়ু এবং বাঙালিদের আজন্মলালিত ঈশ্বর বিশ্বাস নিও ন্যাচারালিজম এর প্রধান অন্তরায় । আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বহু লেখক রিয়ালিস্ট কিন্তু ন্যাচারালিস্ট হয়ে উঠতে পারেননি।

উপসংহার (Conclusion)

রিয়ালিজম সাহিত্য আন্দোলনের পথ ধরেই ন্যাচারালিজম সাহিত্য আন্দোলন দেখা যায়। ফরাসী কথাসাহিত্যে প্রথম এই লক্ষণ দেখা গেল। ' মাদাম বোভারি' উপন্যাসটিতে তা সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে। বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের দেববাদ উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের মধ্য দিয়ে

বাস্তববাদে পৌঁছায়। ক্রমশ বাস্তববাদী সাহিত্যে ডারউইন, ফ্রয়েড, মার্কস-এর প্রভাব দেখা গেছে। জগদীশ গুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় ন্যাচারালধর্মী সাহিত্যের লক্ষণ দেখা গেল । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নাচারালিজম এর নতুন রূপ দেখা গেল যা নিও ন্যাচারালিজম নামে পরিচিত। এই ধারার লেখকদের রচনা অনেক বেশি গবেষণামূলক। বংলা কথাসাহিত্যে স্বপ্নময় চক্রবর্তী এই ধারার একজন শ্রেষ্ঠ লেখক। তবে বাংলা দেশের আবহাওয়া জলবায়ু এবং বাঙালিদের আজন্মলালিত ঈশ্বর বিশ্বাস নিও ন্যাচারালিজম এর প্রধান অন্তরায় । আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বহু লেখক রিয়ালিস্ট কিন্তু ন্যাচারালিস্ট হয়ে উঠতে পারেননি।

তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জিঃ

১. M.H. Abrams , Geoffrey Galt Harpham : A Handbook of Literary Terms , Sixth Indian Reprint, Cengage Learning India Private Limited, Delhi

২. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা ; মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, সংস্করণ-

2. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা ; মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড , কলিকাতা-৭৩, সং

২০০৫

৩. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর; দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, সং সংস্করণ-২০০৩

৪. কালের প্রতিমা, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়; দেজ পাবলিশিং , কলকাতা-৭৩, সং ১৯৯৯

৫. কালের পুত্তলিকা, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়; দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, সং ২০০৪

৬ বাংলা কথাসাহিত্যের একাল, বীরেন্দ্র দত্ত ; পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯, ১ম প্রকাশ-১৯৯৮

৪. কালের প্রতিমা, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়; দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, সংস্করণ-১৯৯৯

৫. কালের পুত্তলিকা, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়; দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, সংস্করণ-২০০৪

৬ বাংলা কথাসাহিত্যে একাল, বীরেন্দ্র দত্ত; পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯, ১ম প্রকাশ-১৯৯৮

ওয়েবসাইটঃ

১. M.H. Abrams , Geoffrey Galt Harpham : A Handbook of Literary Terms , Sixth Indian Reprint, P- 299 , Cengage Learning India Private Limited, Delhi

২১. Naturalism in American Literature-Washington State University : htpps://public.wsu.edu

৩২. On the Influence of Naturalism on American Literature : English Language Teaching , Vol-
3, No 2, June 2010 ; www.ccsenet.org/elt

৪৩. Naturalism: Meaning, Forms and Limitations; htpps://www.yourarticlelibrary.com

Pre-Socratic Philosophy , Wikipedia ; https://en.m.wikipedia.org